পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

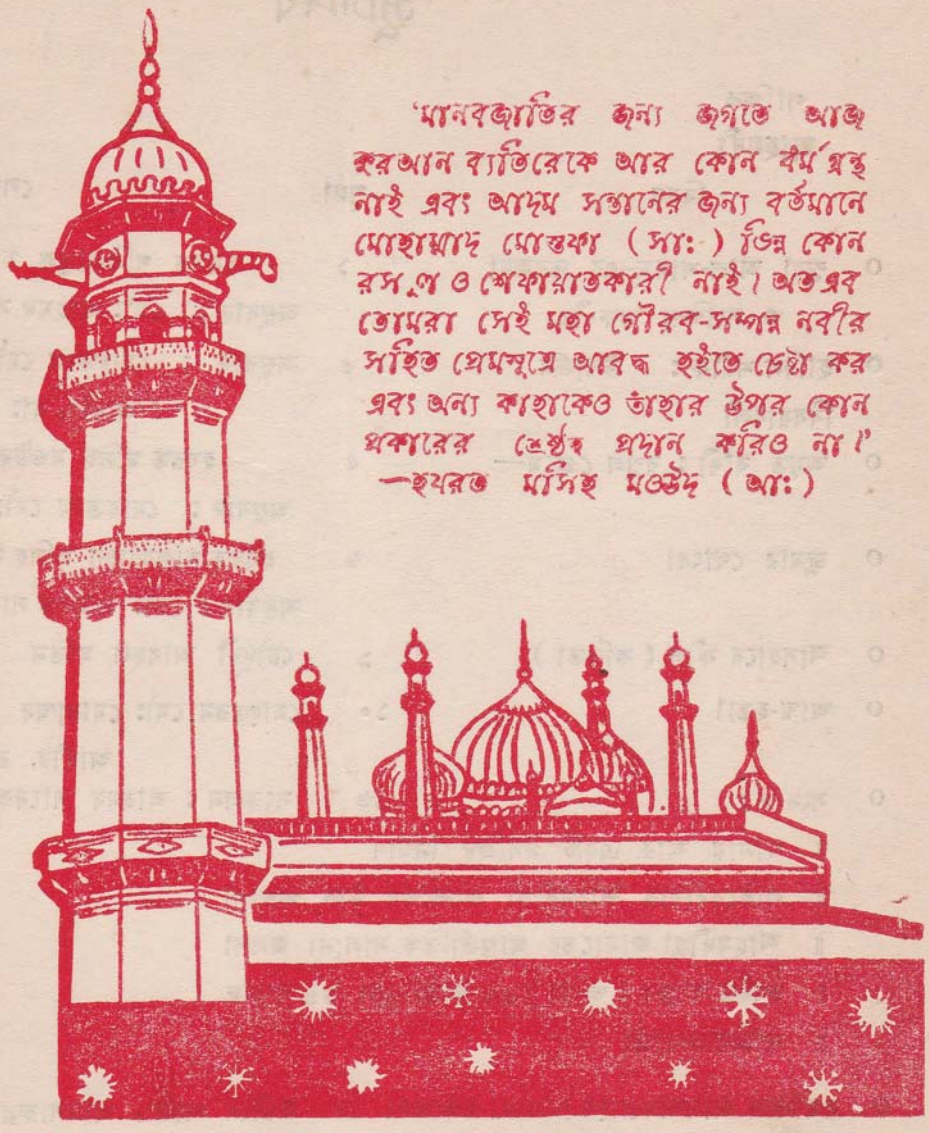

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১৫ই অগ্রহায়ন, ১৩৮১ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৪ ইং : ১৫ই জিলকাদ, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
o সূরা আল-শামস্-এর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
o হাদিস শরীফ : উপার্জন বিষয়াবলী	৩	অনুবাদ : মোহ্তরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ
o অমৃত বাণী : রসুল প্রেমে—	৫	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ
o জুমার খোৎবা	৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেকমাহমুদ
o আসহাবে ফীল (কবিতা)	৯	চৌধুরী আবদুল মতিন
o আত্ম-হত্যা	১০	মোহ্তরম মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, রাঃ আঃ আঃ
o সংবাদ :	১৬	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ
॥ ঘানায় আর একটি মসজিদ নির্মাণ		
॥ লাইবেরীয়ায় আহমদীয়া কলেজের উচ্চ প্রশংসা		
॥ আহমদীয়া জামাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা		
॥ হযরত সাহেব (আইঃ) এর স্বাস্থ্য এবং শুভ সংবাদ		
॥ কাদিয়ান-বার্ত্তা		
o মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সালানা ইজতেমা	১৮	জয়ীমে আলা, আনসারুল্লা, ঢাকা
o দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত	(কভার পেজ)	অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা :

১৫ই অগ্রহায়ন, ১৩৮১বাং : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৪ইং : ৩০শে নবুয়ত, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল শামস্

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীর এবং তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ।

আয়াত নং ৮। "ওয়া নাফসেও ওয়া মা সাওয়াহা"—"মানবাত্মাকে এবং উহাকে যে নির্দোষ ও সুষ্ঠুরূপে গঠন করা হইয়াছে, তাহা সাক্ষ্যরূপে পেশ করিতেছি।" পূর্ববর্ত্তী আয়াতে বলা হইয়াছিল যে, জমীনকে বসবাস উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে যে, মানবাত্মাকেও সুষ্ঠু ও নির্দোষ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার মধ্যে এমন শক্তি রাখা হইয়াছে যে, উহা ক্রমান্বয়তা এবং তারতম্য রক্ষা করিয়া উন্নতি করিতে থাকে। এজন্য জমী নর দৃষ্টান্তও মানবাত্মার ব্যাপারে প্রজোয্য। যেমন পৃথিবী আকাশের আলোর মুখাপেক্ষী, তেমনি ভাবে মানুষও আসমানী বা স্বর্গীয় আলোর মুখাপেক্ষী এবং তাহার ক্রমবিকাশ ও ভারসাম্য রক্ষার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ইহা প্রমাণ করে যে, তাহার এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রনকারী পথ প্রদর্শকেরও দরকার। এখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জমীনের মধ্যে যেমন বিবিধ প্রকারের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রহিয়াছে, তেমনিভাবে মানবাত্মার মধ্যেও বিবিধ প্রকারের যোগ্যতাও ক্ষমতা বিদ্যমান। মানুষ পার্থিব জগতের সর্বত্র কিছু পাওয়ার অন্বেষায় ও চেষ্টায় সদা নিয়োজিত। তাহার এই দুর্বার প্রচেষ্টা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, তাহার মধ্যে কোন উচ্চাঙ্গীন শক্তিকে পাওয়ার প্রবল

আগ্রহ নিহিত আছে। (এবং যেহেতু তাহার প্রচেষ্টা ও সাধনা অব্যহত, সেইহেতু বুঝা যাইতেছে যে, সে এখনও বস্তুর চরম বিন্দু—আল্লাহ্‌তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।)

আলোচ্য আয়াতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মানবাত্মার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে, সে 'পুল সেরাতে' চলিতে সক্ষম। 'পুল-সেরাতে' চলা এমতাবস্থায়ই সম্ভবপর যে, মানুষ যেন তাহার ডানের ও বামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলে অর্থাৎ 'হুকুকুল্লাহ্‌' (—আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার হক বা দায়িত্ব) এবং 'হুকুকুল-এবাদ' (মানুষের প্রতি তাহার হক বা দায়িত্ব) সম্পর্কে কোন ত্রুটি না করে।

মোট কথা, মানবাত্মার মধ্যে উল্লিখিত গুণ সমূহের বিদ্যমানতা তাহার আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করে।

আয়াত নং ৯। "ফা আল হামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা—তিনি উহার (—মানবাত্মার) নিকট উহার পাপ ও পূণ্য এলহাম করিয়াছেন।"

বলা হইয়াছে, মানব প্রকৃতি বা স্বভাব এই যে, কতক জিনিষকে সে ভাল মনে করে এবং কতক জিনিষকে সে মন্দ জ্ঞান করে। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাই ভাল বা মন্দ জ্ঞান করে না যাহা অন্য ব্যক্তিও ভাল বা মন্দ জ্ঞান করিতেছে। তবে একদিকে যেমন ভাল-মন্দের অনুভূতি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভাল-মন্দের নির্ধারনের ব্যাপারে বিরাট ভেদ-বৈষম্যও রহিয়াছে। এজন্য ইহা আবশ্যক ছিল যে, মানব প্রকৃতি এবং তাহার প্রয়োজন সমূহ সম্যক অনুধাবনকারী পরম সত্তার, যিনি সুস্পষ্ট ভাবে মানুষকে জানাইতেন যে, প্রকৃত পক্ষে কোন কোন বিষয় ভাল এবং কোন কোন বিষয় মন্দ। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের একটি অকাট্য প্রমাণ বটে। সুতরাং খোদা-তায়ালা কামেল ব্যক্তি বা পূর্ণ ও পরিণত মানবাত্মার প্রতি এলহাম ও ওহীর মাধ্যমে পাপ ও পুণ্যের পথ সমূহের উপর আলোক পাত করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

আয়াত নং ১০। "কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা"—সুতরাং যে ব্যক্তি উহাকে (স্বীয় আত্মাকে) পবিত্র ও উন্নত করে, সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে যে, যাহারা নবীর এলহামের পয়রবী করে, তাহারা তাহাদের আত্মাকে পবিত্র এবং উন্নত করিয়া লয় এবং নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাহারা 'কামার' বা চন্দ্র রূপে পরিণত হয়।

যখন মানুষ পাপ-পূণ্য নির্ণয়ের স্বভাবজ অনুভূতির মাধ্যমে কুকর্ম হইতে বিরত থাকে এবং সৎকর্ম

(৫-এর পৃঃ দেখুন)

হাদিস শরীফ

উপার্জন

১। নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতিরেকে গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনগণকে ঐ সকল বস্তুর আদেশ দিয়াছেন, যাহার আদেশ তিনি মুরসালগণকে দিয়াছিলেন। তিনি (আল্লাহ) বলিয়াছেন: "হে নবীগণ! পবিত্র বস্তু সকল আহার কর এবং নেক কাজ কর। ঐ সকল পবিত্র খাদ্য আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।" অতঃপর তিনি (রসুল সাঃ) এক ব্যক্তির কথা বলিলেন, লম্বা সফরে যাহার মাথার কেশ আলুলায়িত ও ধুলিধুসরিত, এবং সে তাহার হস্ত আকাশের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিতেছিল, 'হে রব! হে রব!' অথচ তাহার খাদ্য ছিল হারাম, তাহার পোষাক ছিল হারাম এবং হারাম দ্বারা সে লালিত পালিত হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তি কিভাবে তাহার ডাকের জবাব পাইবে? (মুস্লিম)।

২। হালাল বস্তু সমূহ সুপ্রকাশিত এবং হারাম বস্তু সমূহও সুপ্রকাশিত এবং এ দুইয়ের মধ্যে সন্দেহ যুক্ত বস্তু সমূহ আছে, যেগুলি সম্বন্ধে মানুষ অনভিজ্ঞ। যে সন্দেহ-যুক্ত বিষয় সমূহ হইতে পরহেয করে, সে তাহার ধর্ম ও সম্মানকে পবিত্র করে এবং যে সন্দেহ-যুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে নিপতিত হয়, সে উহাদের মধ্যে এমনভাবে পতিত হয়, যেমন কোন মেষপালক তাহার মেষগুলিকে এক সংরক্ষিত চারণ-ক্ষেত্রের চারিদিকে চরায় এবং সন্দেহ করে উহার অভ্যন্তরে চরাইতেছে। সাবধান! প্রত্যেক বিষয়ের সংরক্ষিত ক্ষেত্র রহিয়াছে। সাবধান! নিষিদ্ধ বস্তুগুলি আল্লাহর সংরক্ষিত ক্ষেত্র। স্মরণ রাখিও, দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস খণ্ড আছে। ইহা সুস্থ থাকিলে তাহার সারা দেহ সুস্থ থাকে এবং ইহা অসুস্থ হইলে, তাহার সারা দেহ অসুস্থ হয়। শোন! এই মাংসখণ্ডটি হইল তাহার হৃদয়।
(বুখারী ও মুস্লিম)।

৩। এক সময় আসিবে, যখন মানুষ চিন্তা করিবে না যে কোথা হইতে সে (রুজী) গ্রহণ করিতেছে, হালাল হইতে, না হারাম হইতে।
(বুখারী)।

৪। কোন ব্যক্তি মুত্তাকীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না সে অবৈধ ব্যাপারে পড়িবার ভয়ে, (সময়ে) বৈধ বস্তুকেও বর্জন করে। (তিরমিযি)।

৫। রসুল (সাঃ) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের গণনা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (বুখারী ও মুস্লিম)

৬। মাটির নিমিত্ত খরচ ব্যতিরেকে কোন মোমেন যাহা কিছু খরচ করে, উহার জন্য সে পুরস্কৃত হয়। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

৭। কেহ হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা হইতে সদকা দিলে কবুল হয় না, উহা হইতে খরচ করিলে বরকত হয় না এবং (মৃত্যুর পর) পরিত্যাগ করিয়া গেলে, উহা অগ্নিতে বাড়িবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অপবিত্র দানে অমঙ্গল দূর করেন না, কিন্তু উত্তম (নির্দোষ) দানে, মঙ্গল দূর করেন। নিশ্চয় অপবিত্র জিনিষ অপবিত্রতা মোচন করিতে পারে না। (আহমদ, শারহে সুন্নাহ)।

৮। যে মাংস (দেহ) অসিদ্ধ বস্তু সমূহের দ্বারা পরিবর্ধিত, উহা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না এবং যে সকল মাংস (দেহ সমূহ) অসিদ্ধ বস্তু সমূহের দ্বারা পরিবর্ধিত, উহারা অগ্নির বেশী হকদার। (আহমদ, দারিমী, বাইহাকী)।

৯। রসুল (সাঃ) কুকুরের ক্রয় মূল্য এবং গায়িকাদের উপার্জন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (শারহে সুন্নাহ)।

১০। যে দেহ হারামে লালিত পালিত, উহা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (বাইহাকী)।

১১। হযরত উমর-বিন-খাত্তাব (রাঃ) তৃপ্তি সহকারে দুগ্ধ পান করিলেন। যে তাঁহাকে দুগ্ধ দিল, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে এই দুগ্ধ পাইলে? সে বলিল, যখন সে এক সংরক্ষিত ঝরণার নিকট আসিল, তখন সেখানে যাকাতের মেষ পাল দেখিল। মেষপালক দুগ্ধ দোহন করিয়া আমাকে কিছু দিল। উহা আমার পাত্রে রাখিলাম। ইহাই সে দুগ্ধ। তখন উমর (রাঃ) গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিয়া ফেলিলেন। (বাইহাকী)।

১২। ইবনে উমর বর্ণনা করিয়াছেন: "কেহ দশ মুদ্রা দিয়া কাপড় কিনিলে যদি উহার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাপড় তাহার গায়ে থাকিবে, ততক্ষণ আল্লাহ্তায়ালা তাহার নামায কবুল করিবেন না।" অতঃপর ইবনে উমর কানে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া বলিলেন: বধির হও। কত ভাল হইত যদি আমি ইহা রসুল (সাঃ)-কে বলিতে না শুনিতাম। (আহমদ, বাইহাকী)।

১৩। যায়েদ বিন হাসান বর্ণনা করিয়াছেন: আমি শুনিলাম মালেককে প্রশ্ন করা হইল: সংসার ত্যাগ কি? তিনি বলিলেন, হালাল উপার্জন এবং ক্ষুদ্র আশা। (বাইহাকী)।

১৪। যে কেহ হালাল ভাবে দুনিয়া অর্জন করে, ভিক্ষা করে না এবং পরিজনকে পালনের জন্য মেহনত করে এবং প্রতিবেশীগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, সে কেয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সমুজ্জ্বল চেহারা লইয়া আল্লাহ্-তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং যে কেহ বড়াই করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে হালালভাবে অর্থ উপার্জন করে, সে আল্লাহ্তায়ালার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিবে, তখন সে তাঁহাকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ অবস্থায় পাইবে। (বাইহাকী, আবু নঈম)।

অনুবাদ: মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রসুল-প্রেমে—

ইহা কি সত্য নহে যে, অল্প সময়ের মধ্যে এই হিন্দুস্থান উপমহাদেশে প্রায় এক লক্ষ লোক খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটিরও অধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে এবং বড় বড় শরীফ খান্দানের লোক স্বীয় পবিত্র ধর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন কি যাহারা নিজদিগকে রসুল (সাঃ)-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত, তাহারা খৃষ্টধর্মের পোষাক পরিয়া রসুল (সাঃ)-এর শত্রু হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা এত অধিক পরিমাণ কটুকথা ও মিথ্যা দুর্ণামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে শরীর কাঁপিয়া যায় এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসুল করীম (সাঃ) এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্ণাম দেওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং আমার নিকট হইতে নিকটতর এই পৃথিবীর আত্মীয় ও প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং স্বয়ং আমাকে একান্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত মারিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর-দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহর কসম, ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না। (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

(২য় পৃঃ পর)

করিতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে তাহার আত্মা এমন 'যাকা'—পবিত্রতা ও উন্নতি লাভ করে যে, তাহার উপর সুস্পষ্ট প্রকৃত এলহাম নাযেল হয়, যাহা তাহাকে আরো উর্ধে লইয়া যায়।

আয়াত নং ১১। "ওয়া কাদ খাবা মান দাস্‌সাহা"—"এবং যে ব্যক্তি উহাকে (মাটিতে) গাড়িয়া দিবে সে নিশ্চয় বিফল মনোরথ হইবে)।"

'দাস্‌সা' শব্দ কাহারো সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে উহার এই অর্থ হয় যে, সে তাহার স্বভাবজ শক্তি গুলির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন না করিয়া উহাদিগের বিলোপ সাধিত করিয়াছে। সুতরাং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ওহী ও এলহাম বস্তুতঃ মানব প্রকৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য আসে। অতএব যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে তাহারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং প্রকৃত পক্ষে উহার বিনাশ ঘটায়।

(ক্রমশঃ)

জুমার খোৎবা

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর প্রদত্ত কুরআনী দিব্যজ্ঞান ও বিশ্লেষণের আলোকে আমরা আল্লাহতায়ালার সত্ত্বা এবং তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে কামেল মা'রেফত বা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞা নর অধীকারী।

খোদাতায়ালার সহিত আমাদের এতই গভীর ও দৃঢ় সম্পর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, আমরা তাঁহার অসন্তুষ্টির কারণ ঘটানোর কোন কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

[১৩ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর এবং ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭৪ইং তারিখে প্রদত্ত খোৎবা সমূহের সংক্ষিপ্ত সার]

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) ১৩ই তবুক (সেপ্টেম্বর) তারিখে রবওয়ায় জুমার নামায পড়ান। জুমার খোৎবাতে হুজুর (আইঃ) ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অনুমোদিত ও ঘোষিত প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি (হুজুর) জামাতে আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় খলিফা হিসাবে এক্ষণে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা পর্যালোচনা করিতে চাহেন না। কেননা এখনও উহার সব দিক চিন্তা করিয়া দেখার এবং পরামর্শ গ্রহণ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। এ জন্য উহার সম্বন্ধে যথাবিহিত মন্তব্য বা পর্যালোচনার উপযুক্ত সময় আরও কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর (উহার অন্তর্নিহিত সত্যের উপর হইতে সকল আবরণ অপসারিত হইলেই) আসিবে। অবশ্য উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌মদীগণের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন আহ্‌মদীরই প্রতিক্রিয়া এমন কোন কিছু হইতেই পারে না যাহার মধ্যে বিন্দু মাত্রও জুলুম বিদ্যমান থাকে, অথবা যাহা হইতে ফ্যাসাদ বা উস্খলতার গন্ধ বা আভাস পাওয়া যায়। কেননা, আহমদীগণ কুরআন মজীদের শিক্ষা এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর প্রদত্ত কুরআনী দিব্যজ্ঞান ও বিশ্লেষনের আলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার সত্ত্বা এবং তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে যে কামেল মা'রেফত বা পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী, তাহারই প্রভাবাধীন কোন আহ্‌মদী কখনও এবং কোনও অবস্থায় সামান্যতমও জুলুম বা ফ্যাসাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

খোৎবার শুরুতে হুজুর (আইঃ) বলেন, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ইং জাতীয় পরিষদ ধর্মের বিষয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছে। এ সম্পর্কে জামাতের বন্ধুগণ আমার নিকট দুইটি প্রশ্ন করেন: (১) প্রস্তাবটির উপর আহ্‌মদীয়া জামাতের তৃতীয় খলিফা হিসাবে আমার মন্তব্য বা বক্তব্য কি? (২) প্রস্তাবটি পাস হওয়ার পর আহ্‌মদীগণের (অথবা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর নিজস্ব এরশাদ অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া ফেরকার মুসলমানগণের) প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আপাততঃ আমি এত টুকুই বলিতে চাই যে, প্রস্তাবটির উপরে আমার কোন মন্তব্য নাই। উহার সমস্ত দিক বিবেচনা করার এবং পরামর্শ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। উহার পর জামাতকে আমি জানাইব যে, যাহা পাস করা হইয়াছে, উহার মধ্যে কি কি দিক ও বিষয় রহিয়াছে এবং উহা কি অর্থ বহন করে। এজন্য বন্ধুগণ আরও কিছু দিন অপেক্ষা করুন এবং হকিকত (প্রকৃত স্বরূপ) উদঘাটিত হইতে দিন। অতঃপর মন্তব্য বা পর্যালোচনা সম্ভবপর হইবে।

যতটুকু দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্পর্ক—জামাতের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত—ইহার জওয়াব দীর্ঘ এবং এক খোৎবায় শেষ করা যায় না। কেননা জওয়াবের মধ্যে একটি মৌলিক সত্যের দুইটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এবং সেই সত্যটি এই যে, আমরা আল্লাহ্তায়ালার উপর পূর্ণ এবং কামেল ঈমান রাখি এবং কুরআন আজীম যে খোদাকে পেশ করিয়াছে, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে এই জমানায় আমরা তাঁহার (—সেই খোদার) সত্ত্বা এবং গুণাবলীর কামেল মা'রেফত বা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কামেল ঈমান এবং কামেল মা'রেফতের ফলে আমাদের রব্বে করীমের (—সহানুভব খোদার) প্রেম (محبت) এবং ভীতি (خشیت) আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের রব্বে করীমের সেই প্রেম এবং ভীতি আমাদিগকে নির্দেশ দান করে, আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত এবং কি হওয়া উচিত নয়। এক্ষণে, ইহা সুস্পষ্ট যে, কুরআন করীম যাহা করিতে বারণ করিয়াছে উহা হইতে বিরত না থাকার ফলে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং কোন আহ্মদীই ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না যে, তাহার রাব্বে করীম তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হউন। সুতরাং অবশ্য অবশ্যই তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এ বিষয়টি বুনিয়াদি গুরুত্ব লাভ করিবে যে, তাহার রাব্বে-করীম যেন তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। সেই জন্য খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ দাঁড়াইতে পারে এমন কোন কাজ তাহার দ্বারা সংঘটিত হইতেই পারে না।

হুজুর আপাততঃ "ঈমান-বিল্লাহ্" এবং "মা'রেফত-এলাহী" জনিত প্রেম ও ভীতির দুইটি চাহিদার কথা উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন যে, কুরআন করীম আমাদিগকে বলে যে,

ان الله لا يحب الظالمين

"আল্লাহ্তায়ালা জালেমদিগকে ভালবাসেন না" (আল এমরান: ৫৮)।

তেমনিভাবে তিনি আরও বলেন যে,

ان الله لا يحب المفسدين

"আল্লাহ্তায়ালা ফ্যাসাদকারীদিগকে ভালবাসেন না" (আল-বাকারাহ্: ২০৬)।

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জুলুম

এবং ফ্যাসাদের ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টি অবশ্যই পতিত হয়। এজন্য কোনও আহমদীর প্রতিক্রিয়া এমন কোন কিছুই হইতে পারে না, যাহাতে জুলুমের লেশ মাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে, অথবা যাহা হইতে ফ্যাসাদের গন্ধও আসিতে পারে। কোনও আহ্‌মদী কোন রূপেই এবং কোন অবস্থাতেই সামান্যতমও জুলুম বা ফ্যাসাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

সর্বশেষে হুজুর বলেন, কাহারও অ-মুসলিম হওয়ার যে প্রশ্ন, তাহা সম্বন্ধে শুরু হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি যে, কেহ যদি ইসলাম এবং ঈমান কোন দোকান হইতে ক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু আমি এবং তোমরা, যাহাদিগকে খোদা বলিয়াছেন যে, "তোমরা মুসলমান"—আমাদের কেনই বা এই চিন্তা হইতে পারে যে, কাহারও অমুস্লিম বলাতে আমাদের ইসলাম নষ্ট হইয়া যাইবে? এই রূপ ইসলাম এবং ঈমানের তো নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

২০শে তুবুক (সেপ্টেম্বর) তারিখে প্রদত্ত জুমার খোৎবায় হুজুর (আইঃ) উল্লিখিত প্রস্তাবটির পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌মদীগণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া আরো দুইটি বিষয়ের সবিস্তারে উল্লেখ করেন। একটি হইল সবর এবং দ্বিতীয়টি হযরত রসুল করীম সাল্লালাহু-আলাইহে ওয়া সাল্লামের কামেল পয়রবীর মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌-তায়ালার সাক্ষাৎ মহব্বত লাভ করা। প্রকৃত মুমেনগণের প্রতিক্রিয়ার এই দুইটি বিশেষত্বের আমলী দিক সমূহ এবং উহাদের আজিমুশশান সুফল সমূহ হুজুর (আইঃ) বিপুল মা'রেফত ও তত্বপুর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপে পেশ করেন এবং বলেন যে, প্রকৃত আহ্‌-মদী মুসলমান, যাহারা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব এবং গুণাবলীর কামেল মা'রেফত রাখে, তাহারা যেমন জুলুম এবং ফ্যাসাদ যুক্ত ক্রিয়াকলাপের নিকটেও যায় না, তেমনি তাহারা সবর বা ধৈর্যের অতি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এবং নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ ও উদ্দীপনাময় পয়-রবী ও আনুগত্যের মাধ্যমে মহব্বতে-এলাহীর পথে উন্নতি করিতে থাকে।

৪ঠা এখা (অক্টোবর) হুজুর (আইঃ) জুমার খোৎবায় পূর্ববর্তী দুইটি খোৎবার বিষয়-বস্তুর জের টানিয়া আহ্‌মদীগণের প্রতিক্রিয়ার আর একটি বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন যে, কোন আহ্‌মদী দ্বারা যেমন কোন অবস্থাতেই জুলুম এবং ফ্যাসাদ সংঘটিত হইতে পারে না, তেমনি সে কোন অবস্থাতেই এমন কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারে না, যাহা হইতে অহংকারের নাম-গন্ধও পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ)

ان الذين كذبوا بايتنا و استكبروا
عنها لا تفتح لهم ابوا ب السماء— و لو
ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا
عليهم بركات من السماء وا لارض ٥

—[অর্থাৎ, নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াত (—আদেশ ও নিদর্শনাবলী) প্রত্যাখান করিয়াছে এবং উহাদের মোকাবেলায় অহংকার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদের জন্য আসমানের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে না। এবং যদি বসতি সমূহের অধিবাসীগণ ঈমান আনিত এবং তকওয়া (খোদা ভীরুতা) অবলম্বন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর আসমান এবং জমীন উভয়েরই (কল্যাণের) দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করিতাম। —অনুবাদক]

—সূরা আরাফের উক্ত আয়াতদ্বয়ের অতি সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ তফসীর বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সাম্প্রতিক ধর্ম সংক্রান্ত প্রস্তাবটিরই নয় বরং প্রত্যেক ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীগণ যাহারা মা'রেফতে-এলাহীর প্রভাবাধীন আল্লাহ্-তায়ালার প্রেম ও ভীতির গুণাবলীতে তাঁহারই অনুগ্রহক্রমে পূর্ণরূপে গুণান্বিত, তাহাদের প্রতিক্রিয়া এমনই হওয়া উচিত, যাহার মধ্যে তকব্বরী বা অহংকারের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না। এবং আমরা যেন নিজদিগকে "লা শাই মাহ্য"—তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান করতঃ বিনয় ও অমায়িকতার পূর্ণ প্রতীক ও কামেল নমুনা হই, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ আমাদের উপর নাজেল হয় এবং আমরা তাঁহার দরবারে সফলকাম বলিয়া পরিগণিত হই। এই সেই 'ফুরকান'— (সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়) যাহা আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সেই বিশেষত্ব, যদ্দারা আমরা দুনিয়াতে পরিচিত হই।

[সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান হইতে অনুদিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আসহাবে ফীল

১। হাতীর মালিকের কি দশা ঘটিল হায়রে হায়
মরুর মড়কে গ্রাসিয়া তামাম সেনানী প্রায়
ঝাঁকে, ঝাঁকে এল 'আবাবীল'
ভোজের আনন্দে আছাড়ে ঢিল
নিশ্চল হের, পঙ্গু কাফেলা—'আসহাবে ফীল'।
হেস্ত নেস্ত হস্তি-বাহীনী—ব্যস্ততায়—
মৃত্যুর স্তুপে পড়িল ঢলিয়া বিপুল কায়!

২। ওরে অন্ধ, ভাগ্যে গর্দিশ লিখিত কা'র
দাম্ভিকতার অবশ্যম্ভাবী পতন সার।
কে সে ভাঙ্গিবে খোদার ঘর
মশক পরাণে আছে কি ডর
এক থাবাতে রাজ্য উড়িয়া বালুর চর।
তদবীর যাহার সকল কীর্তির অহঙ্কার—
ধ্বংস বিবরে পাড়িবে 'কীল্লা' সাগর পাড়!

—চৌধুরী আবদুল মতিন।

আত্ম-হত্যা

—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

সকল ধর্মীয় বিধানে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং সকল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিধানে ইহা মহা অপরাধ ও দণ্ডনীয়। আস্তিক ও নাস্তিক কোন সমাজেই এই কাজের অনুমোদন নাই।

মানুষ নিজ ইচ্ছায় এ জগতে আসে নাই। সুতরাং ন্যায় ও যুক্তির দিক দিয়া তাহার এ জগত হইতে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা. সংকল্প ও চেষ্টা করার বা সক্রীয়ভাবে আত্মহত্যা করার কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্তায়ালাকে সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বীকার করিলে, তাঁহার পক্ষ হইতে আত্ম-হত্যা করার কোন অনুমতি নাই এবং পিতাকে জন্মদাতা স্বীকার করিলে, পিতার পক্ষ হইতে কোন অবস্থাতেই আত্মহত্যা করার কোন নসিহত নাই।

মানুষের প্রত্যেক কাজ উদ্দেশ্যমূলক হওয়া চাই। আত্মহত্যা কি উদ্দেশ্যে করিবে? দায়িত্ব এড়াইতে, কাহাকেও ফাঁকি দিতে, শাস্তির হাত হইতে রেহাই পাইতে, বিপদ আপদ হইতে বাঁচিতে, কাহাকেও শাস্তি দিতে, মন-কষ্টে, ক্ষোভে? আত্মহত্যায় কি এ সব উদ্দেশ্যের কোনটা সিদ্ধ হয়? মানুষ দেহ ও আত্মা সমন্বয়ে গঠিত? মরনে দেহ ও আত্মা পৃথক হইয়া যায়? দেহ মাটির, উহা মরনে মাটিতে মিশিয়া যায়। উপরুক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। মাটিতে মিশিয়া দেহের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদের উদ্দেশ্যাবলীর প্রকৃত সম্বন্ধ আত্মার সহিত। ধর্মীয় বিধানে আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং যে নিজেকে শেষ করার খেয়ালে আত্মহত্যা করিতে চাহে বা করে, সে উদ্দেশ্য বিফল মনোরথ হইবে। ইহলোকের সসীম জীবনকে শেষ করিতে গিয়া সে অসীম জীবনের স্রোতে পড়িয়া যাইবে। কোন কিছু হারাইয়া বা কোন কিছু লাভে অসমর্থ হইয়া চরম হতাশায় যদি কেহ আত্মাহত্যা করে তাহা হইলে আগেভাগে তাহার নিশ্চিত হওয়া উচিৎ যে ওপারের জীবনে তাহরে আকাঙ্খার বস্তু লাভের কোন প্রতিজ্ঞা বা আশা আছে যদি অতি দুঃখে বা কষ্টে নিপতিত হইয়া কেহ আত্মহত্যা করে তাহা হইলে ওপারে গিয়া এহেন কার্যের ফলে দুঃখ মোচন হইয়া আনন্দ বা সুখ লাভের কি ব্যবস্থা বা প্রতিশ্রুতি আছে তাহা জানা দরকার। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর হাদিস অনুযায়ী প্রত্যেক দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিলে পাপ মোচন হয় এবং পুরস্কার হক হইয়া যায়। যদি কেহ অপরাধ করিয়া শাস্তি ও লজ্জা এড়াইতে আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার অপরাধের শাস্তি ওপারেও হইবে এবং অধিকন্তু আত্মহত্যার শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে। এভাবে ডবল দুর্ভোগ হইবে।

আত্মহত্যা চরম হতাশা বা চরম বিদ্রোহ নির্দেশক। কোন অবস্থাতেই মানুষের হতাশ হওয়া উচিৎ নহে এবং সৃষ্টিকর্ত্তার হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া কোন সুফল নাই। কারণ এ পৃথিবীতে যদি বা সে খোদাতায়ালা হইতে জাগতিক জীবনের পর্দার আড়ালে অবস্থিত ছিল, আত্মহত্যা করিয়া সে মুখোমুখী খোদার বিচারের সম্মুখে গিয়া পড়িবে। এ জগতে থাকাকালীন তাহার ক্ষমার ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু আত্মহত্যা করিয়া সে সম্ভাবনাকে সে নষ্ট করিল। অধিকন্তু মরণের পরে মৃত আত্মার জন্য ক্ষমা ও মঙ্গল কামনার যে সাধারণ ব্যবস্থা ধর্মীয় বিধানে সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার জন্য উহার দ্বার রুদ্ধ। আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিষিদ্ধ।

জীবনে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইতে নাই। তিনি বলিয়াছেন, لا تقنطوا من رحمة الله

"আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না।"
(সুরা যুমার ৬ রুকু।)

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার বান্দাগণকে অভয়বাণী দিয়াছেন :

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب
اجيب دعوة الداع اذا دعان

অর্থাৎ "এবং যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, বলিয়া দাও, আমি নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি সাড়া দিই।"
(সুরা আল-বকারহ : ২৩ রুকু)।

তিনি বলিয়াছেন,

و رحمتى وسعت كل شيئى

অর্থাৎ "আমার রহমত সকল বস্তুকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।" (সুরা আ'রাফ : ১৯শ রুকু)।

যাহারা বিপথগামী এবং অবিশ্বাসী তাহারাই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয়। আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন,

و قال و من يقنط من رحمة ربه الا الضالون

"তিনি (আল্লাহ্) বলিয়াছেন, এবং কে তাহার রবের রহমত হইতে নিরাশ হইয়াছে, পরন্তু সে, যে বিপথগামী।"
(সুরা হিজর—৪র্থ রুকু)।

انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكفرون

"নিশ্চয় কেহ আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হয় না পরন্তু অবিশ্বাসী জাতি।"
(সুরা ইউসুফ—১০ম রুকু)।

আল্লাহতায়ালা الرحمن ও الرحيم অনন্তদাতা ও অপার অনুগ্রহশীল। মানব যাহা চাহে, তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি দিয়া থাকেন।

و اتاكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها

"তিনি তোমাদিগকে দেন, যাহা তোমরা তাঁহার নিকট চাহ। যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজী গণনা করিতে চাহ, তোমরা কখনও তাহা করিতে পারিবে না।"
(সুরা ইব্রাহীম—৫ম রুকু)।

সুতরাং কোন মানবের উপর এমন কোন অভাব আসিতে পারে না, এমন কোন বিপদ আসিতে পারে না, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা দূর করিতে না পারেন। অভাব শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আত্মসমর্পনের, অভাব শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে চাওয়ার, আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে তাহার চাওয়া বস্তু দেওয়ার কোন অভাব নাই, যদি না তাহার জন্য তাঁহার অসীম জ্ঞানে উহা ক্ষতিকর হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাকে তিনি তাহার চাওয়া বস্তু না দিয়া তাহার মনে প্রশান্তি নাযেল করেন এবং যখন সে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তখন তিনি তাহাকে উহা বা উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেন।

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেকের জীবনে বিশেষ করিয়া নবী ও খলীফাগণের জীবনের উপর দিয়া কোন কোন সময়ে বিপদের একটানা এরূপ প্রবল বন্যা বহিয়া যায় যে, উহার যে কোন একটা অতি তুচ্ছ ঢেউয়ের কাছে যে কোন আত্মহত্যাকারীর বিপদ বা দুঃখ কোন স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অথচ ধৈর্যশীল ও আত্মনির্ভরশীল বিশ্বাসীগণের বিপদ দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায় এবং তাহারা বিপদ ও দুঃখকে জয় করিয়া আগে এবং আগেই বাড়িয়া যায়। শুধু ইহাই নহে বরং তাহারা মৃত্যুকে জয় করিয়া মানব ইতিহাসে অমর হইয়া থাকে।

মানব জীবনকে যথাযোগ্য অনুমোদিত কারণ ও ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হত্যা করাকে আল্লাহ্‌তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহাকে এরূপ অপরাধ বলিয়াছেন যেন হত্যাকারী সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করিয়াছে। এই হত্যা নিজেকেও হইতে পারে এবং অপরকেও হইতে পারে।

من قتل نفسا بغير نفس او فساد
فى الارض فكانما قتل الناس جميعا
احيا ها فكا نما احيا الناس جميعا -

"যে কেহ মানব প্রাণ নাশ করে—কাহাকেও হত্যা বা দেশে ফেতনা করার অপরাধ ব্যতিরেকে—ইহা এরূপ (অপরাধ) হইবে যেন সে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করিয়াছে এবং যে কেহ এক জনের জীবনকে রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করিয়াছে।"

(সুরা মায়েদা ৫ম রুকু)।

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله
الا بالحق -

"এবং (মানব) প্রাণ নাশ করিও না, যাহা আল্লাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ন্যায় বিচার ব্যতিরেকে।" (সুরা আনাম—১৯ রুকু)।

এমনকি অভাবের জন্য মানব সন্তানের প্রাণ নাশকেও তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম সময় হইতে স্বাভাবিক মৃত্যু সময় পর্যন্ত ন্যায় বিচার ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই মানব প্রাণ নষ্ট করা যাইবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

ولا تقتلوا اولادكم من املاق - نحن نرزقكم و اياهم

এবং তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না দারিদ্রের ভয়ে, আমরা তোমাদিগকে আহার্য দিই এবং তাহাদিগকেও।"

(সুরা আল-আনআম—১৯শ রুকু) :

কেহ নিজে নিজের কাজের বিচারক হইয়া নিজেকে দণ্ডিত করিতে পারে না। অন্যায়ের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা আছে অথবা সমাজ তাহার বিচার ও দণ্ড বিধান করিতে পারে। সুরা বনি ইসরাইলের ৪র্থ রুকুতে এই বিষয়টির ইহার আনুসাঙ্গিক বিষয়বলী সহ আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝান হইয়াছে।

ধর্ম নিরপেক্ষ এবং ধর্মহীন সমাজেও আত্মহত্যার অনুমতি নাই। আত্মহত্যাকে আইন সঙ্গত করিলে, অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াইবে। আইনে নিজের প্রাণনাশ করিবার অধিকার দিলে, Psychologically ও যুক্তিযুক্ত ভাবে অপরকেও হত্যা করার অধিকার আসিয়া যায়। ইহাতে যে যাহাকে খুশী মারিতে থাকিবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আত্মহত্যার অনুমোদন কোন সমাজেই নাই। ইহা ব্যক্তি ও জাতি সকলের জন্যই ক্ষতিকর। এইভাবে বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইতিহাসে দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতে গিয়া বিফল হইয়া গিয়াছে এবং পরে তাহারা অনেক বড় বড় কাজ করিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের নাম ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। এ সম্পর্কে লর্ড ক্লাইভের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যৌবনে তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়া নিস্ফল হইয়া পরবর্তীতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়েন। এগুলি মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেন কেহ কোন কারণেই নিজ প্রাণনাশ না করে। আমরা দিবা রাত্রির নীচে বাস করি। সদা রাত্রির পর যেন দিবা আসিয়া থাকে এবং কোন ঘনঘটাই দিবার আগমনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, তেমনি কোন বিপদই আমাদের উপরে আসিয়া স্থায়ী হইতে পারে না। সময় সকলকেই ধাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কাহাকেও দাড়াইতে দেয় না। এমন কি বিপদকেও স্থায়ীভাবে দাঁড়াইতে দেয় না।

কাহারও কাহারও ধারণা যে মৃত্যু যেরূপ সকলের জন্য অবধারিত, তদ্রুপ উহার পন্থা ও সময় আল্লাহ্তায়ালা কতৃক নির্ধারিত আছে। অতএব যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সে অসহায়। আত্মহত্যা কবে এবং দিন ক্ষন সকলই তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল। সে বেচারা কেমন করিয়া ইহার হাত এড়াইবে? সুতরাং আত্মহত্যা করায় কি কারণে তাহার পাপ হইবে? তাহাকে তো (নউযুবিল্লাহ্) খোদাতায়ালাই আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিলেন? যাহারা এই প্রকারের ধারনা রাখে

তাহারা মনে করে খোদাতায়ালা মানুষকে পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাবলীর ছকে হাত পা বাঁধিয়া ইহকালের জীবন প্রবাহে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীনতা দিয়াছেন। তিনি কুরআন করীমে বলিয়াছেন :

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء
ولتسئلن عما كنتم تعملون ٥

"এবং যদি আল্লাহ্‌ তাঁহার ইচ্ছাকে বলবৎ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক জাতি করিতেন ; পরন্তু যে চাহে, তাহাকে তিনি ভ্রান্ত পথে যাইতে দেন এবং যে চাহে, তাহাকে তিনি হেদায়েত দেন ; এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, সে বিষয়ে নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।"

(সুরা নহল—১৩ রুকু)।

উক্ত আয়াত হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ্‌তায়ালা জবরদস্তি কাহারও ইচ্ছা ও কর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি মানুষকে বিপথে চলিতে ও সুপথে চলিতে স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই জন্য মানুষকে তাহার প্রত্যেক কাজের জন্য দায়ী হইতে হইবে, জবাবদিহি করিতে হইবে। কোনো কোনো কাজের জন্য বিশেষ করিয়া যে সব ক্ষেত্রে মানুষ সীমা-লঙ্ঘন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ইহ জগতেই গ্রেপ্তার করেন এবং উহার জন্য পরকালে তাহাকে সর্বতোভাবে জবাবদিহি করিতে ও শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে ধর্ম পালন করিতেও বাধ্য করেন না। কারণ তাহা হইলে তাহার পুরস্কার লাভের কোন প্রশ্ন উঠে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من
الغى

"ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই। নিশ্চয় সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

قل فلله الحجة البالغة - فلو شاء
لهداكم اجمعين ٥

"বল : আল্লাহ্‌র যুক্তি চূড়ান্ত। তিনি যদি তাঁহার ইচ্ছাকে বলবৎ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তোমাদের সকলকে হেদায়েতে বাধ্য করিতেন।"

(সুরা আল-আনআম—১৮ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালার পন্থা যুক্তিমূলক ও নিরপেক্ষ। একদিকে তিনি মানুষকে মোটামুটি ভাল-মন্দ জ্ঞানের জন্য বিবেক দিয়াছেন. অন্য দিকে যুগে যুগে নবী রসুল পাঠাইয়া মানুষকে ভাল-মন্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আদর্শ ও নিদর্শন দিয়া থাকেন যেন মানুষ যুক্তির দ্বারা বিবেকের সাহায্যে ভাল বা মন্দ পথ বাছিয়া চলিতে পারে। বিবেক সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন

فالهمها فجورها وتقواها -

"এবং তিনি আত্মার প্রতি মন্দ এবং তকওয়া সম্বন্ধে ওহী করিয়াছেন।"

(সুরা শামস)।

বিবেককে সাহায্য করিতে যুগে যুগে নবী রসুল ও সাধু পুরুষগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা মানবজাতিকে সব প্রকার সুশিক্ষা দেন।

অতএব বুঝা গেল আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে কর্মে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়াছেন, ভালমন্দ বিচারের জন্য বিবেক দিয়াছেন এবং শিক্ষা ও আদর্শের জন্য নবী রসুল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান দিয়াছেন। সুতরাং ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে আল্লাহ্তায়ালা একদিকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ অপরদিকে তিনি কাহাকেও তিনি ইহা করিতে বাধ্য করেন?

আল্লাহ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও সকল প্রকার অভিযোগ হইতে পবিত্র ও মুক্ত। যাহারা ভ্রান্ত ধারণা রাখে তাহারা কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের কুব্যাখ্যা করিয়া এই প্রকার ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআন সকল ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পবিত্র। সুরা বকারার প্রথমেই আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

"ইহা সেই কেতাব, যাহা সকল প্রকার সন্দেহ হইতে মুক্ত।"

আবার তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন:

افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

"তাহারা কি তবে গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনকে বিবেচনা করিয়া দেখিবেনা? ইহা যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও পক্ষ হইতে হইত, তাহা হইলে লোক ইহার মধ্যে বহু বিরোধ দেখিত।" (সুরা নেসা—১১রুকু)।

আবার তিনি বলিয়াছেন:

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى

"আল্লাহ্ উত্তম বাণী নাযেল করিয়াছেন, সঙ্গতিপূর্ণ এবং বার বার আবৃত্ত।"

(সুরা যুমার, ৩য় রুকু)।

(অসমাপ্ত)

সংবাদ

ঘানায় আর একটি মসজিদ নির্মাণ

পশ্চিম আফ্রিকার একটি সুবৃহৎ দেশ ঘানার সর্বত্র খোদাতায়ালার ফজলে এখন পর্যন্ত জামাত আহ্‌মদীয়া প্রায় দুই শত মসাজিদ নির্মান করিয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস কর্তৃক জারীকৃত মজলিস নুসরত জাহান লীপ ফরওয়ার্ড স্কীমের অধীনে ঘানায় কর্মরত ডাক্তার এবং শিক্ষক সাহেবানও খোদাতায়ালার ফজলে নিজেদের ব্যক্তিগত খরচের মধ্য হইতে টাকা-পয়সা বাঁচাইয়া মসজিদ নির্মানের মত নেক কাজে মুক্ত হস্তে ও প্রসারিত চিত্তে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। কিছু কাল পূর্বেই আল্লাহ্‌তায়ালা জনাব ডাঃ সৈয়দ গোলাম মুজতবা সাহেবকে তাঁহার নিজ খরচে ঘানার কুমাসি শহরে একটি সুবৃহৎ মসজিদ তামীর করাইবার তৌফিক দান করিয়াছিলেন। এখন ঘানারই আর একটি স্থান ফুমিনায়, যেখানে মজলিস নুসরত জাহান কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত একটি হাই স্কুলও আছে, সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা দুইজন ওয়াকেফে-জিন্দিগী (Dedicated Life) শিক্ষককে তাঁহাদের নিজেদের খরচে একটি মসজিদ নির্মান কাজ আরম্ভ করার তৌফিক দান করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন জনাব কামালুদ্দীন সাহেব এবং জনাব সৈয়দ সাজেদ আহ্‌মদ সাহেব। তাঁহারা হযরত খলিফাতুল সসিহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট তাঁহাদের ২৩শে আগষ্ট ১৯৭৪ তারিখে লিখিত পত্র মারফত উক্ত মসজিদের নির্মান কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

(সাপ্তাহিক 'বদর' হইতে উদ্ধৃত)

লাইবেরিয়ায় আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজের উচ্চ প্রশংসা

লাইবেরীয়া (পশ্চিম আফ্রিকা)-এর সানওয়ে মোকামে স্থাপিত আহ্‌মদীয়া কলেজ, (যাহার সহিত একটি হাসপাতাল স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে) উহার সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান মিঃ ওর্ণার উচ্চাঙ্গীন প্রশংসা করিয়া পরিশেষ এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "আমি পাকিস্তানের আহ্‌মদীয়া জামাতের মেম্বারগণের নিকট তাঁহারা যে সানওয়েতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্প্রসারনের জন্য এত যত্নবান তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার বিনিত দোয়া এই যে, আল্লাহ্‌ যেন আপনাদিগকে মানব সেবার মহত কাজ গুলিকে জারী রাখার তৌফিক দান করেন।"

(সাপ্তাহিক 'বদর' হইতে উদ্ধৃত)

আহমদীয়া জমাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা

কাদিয়ানে (ভারত) ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর এবং

রবওয়ায় (পাকিস্তান) ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর

১৯৭৪ইং অনুষ্ঠীত হইবে

জামাতে আহ্‌মদীয়ার এই সালানা জলসা এক অপূর্ব বরকত পূর্ণ আজীমুশশান রূহানী সম্মেলন, যাহার ভিত্তি ইসলামের পবিত্র বাণীর গৌরব বৃদ্ধির বিবিধ মহান উদ্দেশ্যে জমানার মামুর হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্-তায়ালার আদেশক্রমে ৮৪ বৎসর পূর্বে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহা প্রত্যেক বৎসর আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ কৃপা, কল্যাণ, সাহায্য, সমর্থন ও সত্যতার নিদর্শন রূপে তাঁহারই অনুগ্রহে সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরও ইনশাআল্লাহ্ উক্ত সালানা জলসা আহ্‌মদীয়া জামাতের দায়েমী-মরকজ কাদিয়ান এবং দারুল-হিজরত রবওয়ায় উল্লিখিত তারিখ গুলিতে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্। বন্ধুগণ উভয় স্থানে অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসার সর্বাঙ্গীন কামিয়াবীর জন্য বিশেষ ভাবে দোয়াও করুন এবং কাদিয়ানের জলসায় বেশী সংখ্যায় যোগদানের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা পূর্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন এবং সৈয়দনা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এই বাবরকত সফরের জলসার উদ্দেশ্যে গমনকারীদের জন্য যে সকল দোয়া করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের পক্ষে কবুল করেন। (আমীন)।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আঃ) এর স্বাস্থ্য এবং শুভ সংবাদ

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল। আলহামদুলিল্লাহ্। বন্ধুগণ আপন প্রিয় ইমামের পূর্ণ স্বাস্থ্য, সালামী, কর্মময় দীর্ঘায়ু এবং মহান পবিত্র উদ্দেশ্যাবলীতে সফলতা লাভের জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

হুজুর আকদাস (আঃ) দিবা-রাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখন ও ২৩ ঘণ্টা কাজ করেন এবং সময়ে সময়ে হুজুর একটানা ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত দোয়া করেন। হুজুর আকদাস (আইঃ) প্রত্যেক শনি, রবি ও সোমবার বিপুল সংখ্যক লোককে সাক্ষাৎ দান করেন এবং আল্লাহ্‌র ফজলে তাঁহারা সকলই অত্যন্ত তৃপ্তি ও আশ্বস্তি বোধ করেন এবং আনন্দ চিত্তে ও কুরবাণীর অধিকতর উদ্দীপনা লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

হুজুর জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে আস্‌সালামুআইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ও বারাকাতুহু-এর অমূল্য তোহফা প্রেরণ করিয়াছেন।

(আহ্‌মদীয়া বলিটিন, লণ্ডন)

জনৈক বন্ধু পত্র মারফত খবর পাইয়াছেন যে, সম্প্রতি সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য সালানা জলসায় তিনি জামাত আহ্‌মদীয়াকে তিনটি শুভ-সংবাদ জানাইবেন। ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁনের জন্য দোয়ার আবেদন

হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ডান চোখের ছানি অপসারনের জন্য অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার ফজলে তিনি সম্পুর্ণ ভাল অনুভব করিতেছেন এবং ডাক্তারগণ তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পূর্ণ আস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার যথা শীঘ্র পূর্ণ আরোগ্যের জন্য খাসভাবে দোয়া জারী রাখিবেন। (আহমদীয়া বুলিটিন, লণ্ডন)

o o o o o

কাদিয়ানে হযরত মওলানা আবদুর রহমান সাহেব, আমীর জামাত আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, এবং মহতরম সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব সকল দরবেশানে-কাদীয়ান সহ আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে ভাল আছেন। আলহামদু-লিল্লাহ্।

o o o o o

বর্ত্তমানে মহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার স্বাস্থ্য খোদার ফজলে ভাল আছে এবং তিনি চলতি মাসের ৪ তারিখে দিনাজপুর হইতে ঢাকা কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়া আসেন এবং জামাতের কার্য উপলক্ষে স্বল্পকালীন সফরে চট্রগ্রাম আঞ্জুমন পরিদর্শন করেন। তিনি আগামী ৬ই ডিসেম্বরে কাদিয়ানের জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। ঐসঙ্গে বাংলাদেশ হইতে আরও কতিপয় ভ্রাতা কাদিয়ান জলসা যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবেন। বন্ধুগণ জনাব আমীর সাহেব সহ সকল ভ্রাতার জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন যেন তাঁহারা সুস্থ ভাবে এবং নিরাপদে কাদিয়ান জলসায় যোগদান করিয়া দেশে প্রত্যার্ত্তন করিতে পারেন। (আমীন)

সংকলনে : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

মজলিসে আনসারুল্লার সালানা ইজতেমা

আনসারুল্লাহ্ ভ্রাতাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইজতেমার তারিখ ৮ ও ৯ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ রোজ শনি ও রবিবার ধার্য করা হইয়াছে। বিস্তারিত প্রোগ্রাম শীঘ্রই আপনাদের খেদমতে পেশ করা হইবে (ইনশাহ্-আল্লাহ্)। ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণ খাসভাবে দোয়া করিবেন।

যেহেতু সব জিনিষ পত্রের দামই অত্যাধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্য ইজতেমা অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা খরচের প্রয়োজন হইবে। অতএব, বন্ধুদের খেদমতে আরজ করা যাইতেছে, তাহারা যেন সত্বর নিজ নিজ মজলিশের চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া ইজতেমার কার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহযোগীতার দ্বারা সওয়াবের ভাগী হন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

নাজেমে আলার পক্ষে—শহীদুর রহমান
জয়ীমে আলী, আনসারুল্লাহ্, ঢাকা।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত

—(ইমপ্যাক্ট, লণ্ডন)

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'ইম্পাক্ট' ম্যাগ্যাজিনে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে আহমদীয়া আন্দোলনের সদস্যগণের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছিল। সম্প্রতি পাকিস্তানে যে দাঙ্গা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহার দরুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এই জঘন্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আহমদীরা অমুসলমান তার আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকায় জনৈক কলামিষ্ট ১৯৫৩ সালে সংঘটিত আহমদী বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"১৯৫৩ সালের কাদিয়ানী বিরোধী হাঙ্গামা কতকগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জনগণের ভাবাবেগকে উস্কাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত করা হইয়াছিল। পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রী, জনাব দৌলতানা দেশের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্য নিজেকে যথেষ্ট উপযুক্ত মনে করতেন। এবং এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বহিষ্কার করার জন্য এবং সেই সঙ্গে নাজিমুদ্দীনের পরে স্যার জাফরুল্লার সমূহ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হইয়াছিল।"

লেখক মন্তব্য করেন :

"এই ঘটনাতে শুধু খাজা নাজিমুদ্দিন নহেন, দৌলতানাও বরখাস্ত হইয়া যান। এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গেলে জনগণের উপরে একটা হতাশাব্যাঞ্জক প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়; ফলে কাদিয়ানীরা দাবী করে যে তাহাদের অগ্রগতির পথে ১৯৫৩ সাল একটি বিজয় ফলক।"

(আহমদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

জামাতের বন্ধুগণের প্রতি

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর একটি তাজা নির্দেশ

পূর্ব নির্ধারিত তসবিহ ও তাহ্মীদ, দরূদ শরীফ এবং নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ ব্যতীত নিম্ন লিখিত দোয়াটি অত্যন্ত দরদে-দেলের সহিত বেশী বেশী পাঠ করিবেন।

حسبنا الله و نعم الوكيل - نعم المولى و نعم النصير

(হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল উকিল, নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নাসীর)

—"আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক, কত উত্তম বন্ধু ও অভিবাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

এতদ্ব্যতীত সুরা আল-শামস্ প্রত্যহ ফজর এবং এশার নামাজে দ্বিতীয় রাকা'তে পাঠ করিবেন।

আহমদীয়া জামাতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.